না। অথচ সেই সর্ব্বনিয়ামক তত্ত্বেও করুণা আছে। সেই করুণাটি শরণাগতি-ভিন্ন কেহ লাভ করিতে পারে না। এই তো তোমার নিকটে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান বলিলাম। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছি, সেই জ্ঞানটি গুহ্য অন্তর্য্যামীজ্ঞান গুহ্যতর, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" – এই শ্লোকে উক্ত জ্ঞানটি সর্ব্ব গুহ্যতম। এই তো তোমার নিকটে সব বলিলাম। এইক্ষণে তুমি অশেষ বিশেষে বিচার করিয়া যেমন ইচ্ছা—তেমনই কর। এইক্ষণ যদ্যপি রাজগুহ্যযোগে নবমধ্যায়ে তোমার নিকটে সর্ব্বগুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছি, তথাপি পুনরায় বলিতেছি। এইটিই আমার পরম অর্থাৎ মহাকাব্য ; তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। তুমি আমার ইষ্ট হও। তাই পরমগম্ভীর গীতার্থে তুমিও যদি ভ্রান্ত হইয়া পড়, এই জন্যই তোমার হিতার্থে গীতাশাস্ত্রের সারমর্ম্ম বলিতেছি। তুমি মন্মনা মদ্ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনশীল হও, আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় হও, সেই প্রিয়জন তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে – এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি এক আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি জ্ঞাতি বধজন্য শোক করিও না। এই-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঙ্কল্পলক্ষণ মন রাখা এবং শ্রীকৃষ্ণৈক শরণলক্ষণ, তাঁহার উপাসনা—এই দুইটিই সমান। অর্থাৎ সর্ব্ব সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণে রাখার নাম 'মন্মনা' হওয়া ; দ্বিতীয়া সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষণশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা। এই দুইটি উপাসনারই একই লক্ষণ। এইপ্রকারে শ্রীগীতাতেই নবম অধ্যায়েও উপদেশ করিয়াছেন—"ইদং তু তে গুহ্যতমং" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে বক্ষ্যমান ভগবৎচরণারবিন্দে সর্ব্বসঙ্কল্পসমর্পণলক্ষণ উপাসনার প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজভজনে শ্রদ্ধা-বিহীন জনের নিন্দা এবং শ্রদ্ধাবান জনকে প্রশংসা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছেন। উল্লিখিত তেমন অর্থ যথা—"হে অর্জ্জুন ! তুমি কাহারও গুণে দোষারোপ ক'রো না, এই গুণের জন্য তোমার নিকটে অনুভব সহিত শাস্ত্রের জ্ঞানের উপদেশ করিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি নিখিল অশুভ বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই তত্ত্বজ্ঞানটি সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে রাজা এবং সকল গুহ্যবিষয়ের মধ্যেও রাজা।" এইপ্রকারে গুহ্যবিদ্যা ভক্তির প্রশংসা করিয়া "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধাহীন জনকে নিন্দা করিতেছেন। "হে অর্জ্জুন ! হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে—পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ পরমেশ্বর আমাকে কেন সকলে আদর করে না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"মূর্খ লোকসকল সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া আমাকে